দৈনিক খবর

তারিখ ... 25 DEC 1990
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৫ ...

কুষ্টিয়া ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনের সদ্য কারামুক্ত ছাত্রনেতাদের নিয়ে গত ২০শে ডিসেম্বর বিজয় মিছিল বেরোয় –খবর

জনগণ বিক্ষুব্ধ ঃ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে স্বাধীনতা বিরোধীদের আবারো ষড়যন্ত্র

॥ সনৎ নন্দী ॥

কুষ্টিয়া, ২৩শে ডিসেম্বর।– জেলার লাখো মানুষের দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও বিভিন্ন মহলের চাপের মুখে ফিরে পাওয়া আকাঙ্খিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক মহলের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে।

গত ১৫ই ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতে সাজাপ্রাপ্ত ৬ জন ছাত্র নেতা মুক্তি লাভ করেছে। উল্লেখ্য, ১৯৭৯ সালে তৎকালীন সরকার কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ জেলা সীমান্তে শান্তিডাঙ্গা–দুলালপুরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় আসার মাত্র ৩ মাসের মধ্যে কোন রকম কারণ না দেখিয়ে এক রকম জোর করেই বিশ্ববিদ্যালয়টি গাজীপুরে স্থানান্তরিত করেন। এ একনায়কতন্ত্রসুলভ সিদ্ধান্ত কুষ্টিয়ার মানুষ সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। আর সে কারণেই গত ২৭শে জানুয়ারী '৮৫ স্থানীয় সরকারী কলেজ মাঠে এক জনসভায় কুষ্টিয়ার ছাত্র–জনতা জেনারেল এরশাদের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাদের দাবী ছিল, সরকারের এই স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে অবিলম্বে কুষ্টিয়ার অদূরে শান্তিডাঙ্গার নির্ধারিত স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় পুনঃস্থাপন করতে হবে। ছাত্র–জনতা কড়া পুলিশী প্রহরার মধ্যে তাদের মন থেকে ধিক্কার দিয়েছিল। এমনকি ছাত্ররা কালো পতাকাসহ পাদুকা নিক্ষেপ করেছিল। এ ঘটনার পর ১৪ জন ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করা হয়। যশোরে সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতে কথিত অভিযোগে অভিযুক্তদের ৫ বছর করে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। সে সময় গ্রেফতারকৃতরা হলেন, এম এ শামীম আরজু (ছাত্র দল), জয়নাল আবেদীন (ছাত্র লীগ), আনিসুর রহমান আনিস (ছাত্র লীগ), রবিউল হক খান (ছাত্র লীগ), সাইদুর রহমান তপন (ছাত্র লীগ) ও লাল্টু (ছাত্র লীগ) এবং বাকীদের অনুপস্থিতিতে বিচার করা হয়। ৬ মাস পর উক্ত ৬ নেতা রিভিউয়ে মুক্তি লাভ করেন। পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে আওয়ামী লীগ নেতা বদরুদ্দিন বদু, ছাত্রলীগের স্বপন ঘোষ, জামিরুল ইসলাম, ওলিউল ইসলাম ওলি, ছাত্র দলের জগলুল হায়দার ও ছাত্র মৈত্রীর আলী আহম্মদ টুটুল স্বেচ্ছায় আদালতে হাজির হন।

দুঃখজনক হলেও সত্য, এই ৬ জন ছাত্রনেতার মুক্তির ব্যাপারে স্থানীয় জাতীয় পার্টির নেতারা নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ফলে তাদের দীর্ঘদিন জেলবাস করতে হয়। এরই মধ্যে জনগণের আন্দোলনের মুখে জেনারেল এরশাদ ৩১শে জানুয়ারী '৯০ পুনরায় গাজীপুর থেকে কুষ্টিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরিত করা হয়। ১৬ই মে '৯০ থেকে ক্লাসও চালু হয়েছে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ৬ নেতার মুক্তি প্রশ্ন অমিমাংসিত থেকে যায়। ৬ই ডিসেম্বর স্বৈরাচারী এরশাদ পতনের পর পরই ছাত্র নেতার মুক্তির ব্যাপারে কুষ্টিয়ায় সর্বস্তরের মানুষ যেন ফেটে পড়লো। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিজয় দিবসের প্রাক্কালে তাদের মুক্তি দিয়েছেন।

২৭শে জানুয়ারী '৮৫ তারিখে ছাত্র–জনতার সম্মুখ প্রতিবাদের পর এরশাদ যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন আর কোন দিন কুষ্টিয়া শহরে আসার ইচ্ছা পোষণ করেন নাই। এই বিজয় বলা যায় কুষ্টিয়ার প্রতিবাদী মানুষের বিজয়। ১৫ই ডিসেম্বর ছাত্র নেতাদের মুক্তির পর এক বিরাট ট্রাক মিছিল বের হয়। হাজার হাজার মানুষ সেদিন জেলগেটে তাদের সন্তানদের ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নিয়ে আসে।

কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর পরই '৭১–এর নরঘাতক স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াত–শিবির একচেটিয়াভাবে অপপ্রচার চালিয়ে আসছে। এমনকি জামায়াত নেতা দেলওয়ার হোসেন সাঈদী বিভিন্ন মহফিলে অশ্লীল ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয় পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিবাদ করেছে। এই মহলটি তাদের ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবিরের কর্মীদের দিয়ে মামলা দায়ের করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম অচলাবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে কুষ্টিয়া থেকে সরিয়ে নেবার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে কুষ্টিয়াবাসী প্রতিবাদমুখর।

গত ২০শে ডিসেম্বর '৯০ স্থানীয় আওয়ামী লীগের অফিসে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনে সদ্য কারামুক্ত ছাত্র নেতারা এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। ছাত্র নেতারা রাজনৈতিক, সচেতন দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীসহ প্রতিটি স্তরের মানুষের প্রতি আকুল আবেদন জানিয়ে বলেন, যে কোন মূল্যে সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে এ জেলার মাটিতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে পুনরায় আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। ছাত্র নেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্যের প্রতি সমর্থন জানান এবং একটি পূর্নাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য দাবী জানান। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত করা, অবিলম্বে নিজস্ব ভবনের কাজ শেষ করা, চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে অনুমোদিত ৫টি নতুন বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু, ভর্তি ক্ষেত্রে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

৬–এর পাতার পর

কোটা পদ্ধতি বাতিল করে মেধার ভিত্তিতে ছাত্র–ছাত্রী ভর্তি, চাকরির ক্ষেত্রে স্থানীয় জনসাধারণের অগ্রাধিকার এবং অমুসলিম ছাত্র–ছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ দেবার জন্য দাবী জানানো হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে সদ্য কারামুক্ত স্বপন ঘোষ, বদরুদ্দিন বদুসহ জেলা ছাত্র লীগের (হা–অ) সভাপতি নারায়ণ মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুল হক পুলক, ছাত্র লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শাহাজাহান আলম সাজু উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্রনেতারা কুচক্রী স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কোন রকম [illegible] করলে তার ফল ভাল হবে না। এ বিশ্ববিদ্যালয় কোন বিশেষ মহলের নয়, এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি কুষ্টিয়াসহ [illegible] ১৩টি জেলার মানুষের। [illegible] প্রতিষ্ঠানটি